রক্তপাস

(স্বরাজ চক্রবর্ত্তী)

।। ১ ।।

কলকাতার সাহিত্য ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার সুবাদে বিভিন্ন জ্ঞানী গুনি ব্যক্তিদের সাথে দেখা করার সুযোগ হত। ঠিক এখানেই এক মার্চ মাসে আমার সুযোগ হল প্রফেসর নির্বেদ রায় এর সাথে দেখা করার। সালটা ছিল ১৯৯৮ সাল। আমি ওঁনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলাম ১ ঘন্টার জন্য। এমনি ভালমানুষ তবে সবসময়ে গবেষনার কাজে ব্যাস্ত থাকায় সাধারন লোকের সাথে ওঁনার দেখা করার সময় হয়ে ওঠে না। তারপর উনি বিভিন্ন বিষয়ে দেশে ও বিদেশে ঘুরে বেড়ান। ওঁনার বিষয়বস্তু হল বটানি, গাছ গাছড়া নিয়ে ওঁনার কারবার। তারপর আবার আজব আজব আশ্চর্যের গাছের উনি খোঁজ করে বেড়ান। ভালো একটা গল্প পাওয়ার লোভে ওঁনার সাথে দেখা করব বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করলাম।

ওঁনার বাড়িতেই ওঁনার ল্যাবরেটরি। বিশাল এলাকা জুড়ে বাগান ও তার এক কোনে একটি বিশাল বাড়ি। গেটে যেতেই নাম বলার পর দারোওয়ান আমাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। তবে সাবধান করল আমি যাতে কোন গাছে অথবা ফুলে হাত না দিয়ে ফেলি। এদের মধ্যে অনেকগুলিই বিষাক্ত ও ক্ষতিকর। আমি এগিয়ে গেলাম সুন্দরভাবে সাজানো গাছের মধ্যে দিয়ে। তবে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভালো। কারন প্রায় অনেক ধরনের গাছেই আছে যা আমি কোন দিন দেখিনি। আমি এক প্রকার আশঙ্কা নিয়ে কলিং বেল দিলাম।

দরজা খুলে একজন পরিচারক আমার নাম জেনে আমাকে একটু বসতে বলল। বেশ কিছুক্ষন বসে থাকার পর প্রফেসর নির্বেদ রায় খুব দ্রুত উপস্থিত হলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে উনি কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমাকে দেখে ব্যস্ত ভাবে বললেন, তুমি এসেছো, কিন্তু আজ যে আমার একেবারে সময় নেই। আমাকে যে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। তুমি অন্য একদিন এসো। আমি অবাক হয়ে সব শুনলাম, এবং প্রায় যন্ত্র চালিত মানবের মতন বললাম, স্যার প্রায় ১ বছর অপেক্ষার পর আপনার সাথে দেখা করার আমার সুযোগ হয়েছে। আপনাকে সর্বদা আমি পাব না। আজ এ সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারবো না।

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আরে তুমি বুঝতে পারছো না। আমাকে যেতেই হবে। আচ্ছা তোমাকে তাহলে ব্যাপারটা ছোট করে বলি। তুমিত জান আমি আশ্চর্য গাছ খুঁজে বেড়াই। এমনি এক রক্তপিপাসু গাছ এর খবর আছে, যা কিনা শুধু কিংবদন্তিতে শোনা যায়। আজ তার বাস্তব খোঁজ পাওয়া গেছে। আমাকে এক্ষুনি কুচবিহারের অম্বিকা গ্রামে যেতে হবে। বেশ রহস্যজনক ব্যাপার।

আমি আর দেরি না করে বলে ফেললাম, স্যার আমিও যাব আপনার সাথে। আমি কথা দিচ্ছি আমি আপনার কাজে কোন বাধা দেব না। আপনার সানিধ্যের সুযোগে আমি ছাড়তে পারব না। আমাকে আপনার সাথে নিন স্যার। উনি কিছুটা ইতস্তত করে বললেন, বেশ কিছুদিন সময় লাগতে পারে। প্রান সংশয়ও থাকতে পারে। তবুও তুমি যেতে চাও। আমি আর দেরি না করে বলে ফেললাম আমি যাব। শুধু বাড়িতে জানাবার জন্য একটা টেলিফোন করতে হবে। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আপনার ফোন থেকে একটি ফোন করতে চাই। আর যাবার সময় আমার বাড়ি থেকে কিছু জামা কাপড় নিয়ে নেব।

উনি বললেন, ফোন তুমি করে নাও কিন্তু জামা কাপড় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের হাতে অত সময় নেই । ও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর রাস্তায় যেতে যেতে সমস্ত ঘটনাটা আমি তোমাকে বলব। তবে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে যে তুমি যা দেখবে তা আগামী ১৫ বছর কাউকে লিখে বা বলে জানাতে পারবে না। আমি চাই না আমার গবেষনা কোন রকম ভাবে ছড়িয়ে যাক। আর বিলম্ব নয়, চল। গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

।। ২ ।।

আমরা একটি গাড়িতে করে রওনা হলাম গন্তব্য স্থলের দিকে । রাস্তায় উনি আমাকে তার গবেষনার বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন উদ্ভিদ নিয়ে আমাকে অনেক জ্ঞান দিলেন। তারপর শুরু করলেন আসল কথাটা।

প্রফেসর ঃ আমি অম্বিকা গ্রামে যাচ্ছি এক দূর্লভ প্রজাতির গাছের সন্ধানে। বেশ কিছু কিংবদন্তি আছে যে আগেকার রাজা মহারাজারা এক ধরনের গাছ রেখেছিলেন শান্তি এবং আমোদ প্রমোদের জন্য। এই গাছগুলি লতা পাতা বিশিষ্ট গাছে এবং জলা জায়গাতে থাকতে ভালবাসে। গাছ হলেও এদের স্বভাব কখনই গাছের মতন ছিল না, বরং এরা জ্যান্ত পশুপাখী ও মানুষকেই নিজেদের আহারে পরিনত করত। সাধারনত এরা আস্তে আস্তে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে শুধু নির্জিব শরীরটাকে খেয়ে ফেলত। মৃত্যু হত ধীরে ধীরে এবং তাই দেখে বেশ কিছু পৈশাচিক লোকেরা আনন্দ পেত। এটা ছিল এতদিন শুধুমাত্র গল্প, কিন্তু আজ আমি এমনিই একটি গাছের সন্ধান পেয়েছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি খোঁজটা পেলেন কিভাবে ?

প্রফেসরঃ সে অনেক কথা, তবে তোমাকে আমার বলতে তেমন কোন বাধা নেই। আমার চাকরটিকে তো তুমি নিশ্চই দেখেছো। সে একদিন একটা গবেষনা পত্র হঠাৎ খুঁজে পায়, যেটা খুব সম্ভবত হারিয়ে গিয়েছিল । এমনিতে তেমন কিছু বুঝতে না পারলেও সে ব্যাপারটাকে আন্দাজ করতে পেরেছিল। সে একদিন আমাকে বলল, তাদের গ্রামবুড়ো গ্রামের

সবচাইতে প্রবীন ও জ্ঞানী ব্যাক্তি) তাকে ছোটবেলাতে এরকম একটা গল্প বলেছিল আর জমিদার বাড়ির দক্ষিন দিকে যেতে বারন করেছিল। সেই গ্রামে আজও তাদের বিশ্বাসে যে সেই খানে যেকোন মানুষ, পশু, পাখি এমন কি পোকামাকড়ও যায় না। এবার ঘটনাটাকে কেউ অপদেবতার কাজ বা কেউ ভুতের কাজ বলে। তবে সবাই ওই দক্ষিনপ্রান্তের জঙ্গলকে এড়িয়ে চলে।

আমিঃ এটাতো কোন সমাজ বিরোধীদের কাজও হতে পারে। তারাই হয়ত চায় না সেখানে কেউ যাক। তাই হয়ত এইরকম ঘটনা ঘটাচ্ছে।

প্রফেসরঃ হতে পারে তবে আমার চাকরটির কাছে গল্প শোনার পর আমি একবার নিজে সবকিছু দেখতে চাই। যদি তেমন কিছু না পাই তাহলে একটা ঘোরা হয়ে যাবে, আর যদি আমার আশঙ্কা সত্যি হয় তাহলে এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়ে থাকবে।

আমিঃ প্রফেসর যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে আমাকে চাকরটির বলা গল্পটিকে একবার বলবেন।

প্রফেসরঃ নিশ্চই বলব, ভালই হবে, আর কিছুক্ষনের মধ্যে হয়ত আমরা অম্বিকাগ্রামে পৌঁছে যাব, আর ততক্ষনে গল্পটা বলা হয়েও যাবে, রাস্তাও কেটে যাবে। তবে এটাকে গল্প না বলে তথ্যও বলা যেতে পারে। ব্যাপারটা হল আমার চাকরটি একদিন খেলতে খেলতে একটি গাছের মাথায় উঠে পড়ে। তখন তার বয়স এই ধর ১২ কি ১৩ বৎসর। সে টিঁয়া পাখির ছানা পাড়বে বলে উঠে ছিল এবং গাছটি অনেক উচু হওয়াতে বেশদূর পর্যন্ত দেখা যেত। সে হঠাৎ অনেক দূরে, একটি বারের জন্য শুঁড়ের মতন কিছু দেখতে পায়। ভয়ে সে খালি হাতেই নেমে আসে এবং ওদের গ্রাম বুড়োকে সব জানায় এবং সে বলে ওখানে ঘুর্নি আছে সে যেন আর কোন দিন সেখানে না যায়। সেখানে যে যায় আর কোন দিনও ফেরত আসে না। তারপর সে আর কোন দিন সেদিকে যায়নি। হঠাৎ আমার গবেষনা পত্রতে ছবি দেখে তার সব মনে পড়ে যায়। আচ্ছা এখানে আর কোন কথা নয় এবার কথা হবে স্পটে গিয়ে।

।। ৩ ।।

আমরা অম্বিকা গ্রামে গিয়ে পৌঁছালাম সকাল ১১ টা নাগাদ। আমরা প্রথমেই সেই গ্রাম বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম কিন্তু জানলাম যে উনি গত হয়েছেন প্রায় ৫ বছর হল। কিন্তু বর্তমানে যে গ্রাম বুড়ো রয়েছেন উনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এই বিষয়ে তিনি কোন কথা বলবেন না। বাধ্য হয়ে আমরা এদিক ওদিক সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, কিন্ত কেউ কোন খবর দিতে পারল না। প্রায় প্রত্যেকে একই কথা বলল যে ওরা ওদিকে কোনদিন যায়নি আর কি আছে ওখানে জানেও না। তবে গত বেশ কিছু বছরে সেখানে বা সেদিকে যত পশু পাখী গিয়েছিল তারা কেউ আর ফেরেনি।

প্রচুর ক্লান্ত হয়ে আমরা এবারে একটা হোটেলে উপস্থিত হলাম এবং কিছু খাবার অর্ডার দেওয়া হল। হঠাৎ কোথায় থেকে জানিনা তিন চারটি জিপ ও টাটা সুমো গাড়ি হুড়মুড় করে আমাদের সামনে ঢুকে পড়ল। আমি তো অবাক, প্রফেসর কোন কথা না বলে ইশারায় আমাকে শান্ত থাকতে বলল। দুজন সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসলো এবং জিজ্ঞাসা করলো আপনারা এখানে কি করতে এসেছেন। এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান না হলে ফলাফল ভাল হবে না।

প্রফেসরঃ নিশ্চই যাব কিন্তু একটা কথা বলুনত, আপনাদের গ্রামে দক্ষিন দিকে এমন কি আছে যেখানে আপনারা যেতে ভয় পান।

প্রথমজনঃ আমরা কাউকে ভয় পাই না। আমাদের এখানে এই রকম কোন জায়গা নেই। আপনারা আসুন এবার।

আমিঃ দাদারা প্রচুর ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার তৈরীও হয়ে গেছে। আমরা খেয়েই চলে যাব। আমাদের শুধু এইটুকু সময় দিন।

প্রথমজনঃ ঠিক আছে। খেয়েই কিন্তু চলে যাবেন। কোন কথা আর বাড়াবেন না। তারপর দোকানীর দিকে তাকিয়ে বলল, এরা আমাদের মেহমান আছে, টাকা নিবি না, আমি দিয়ে দেবো। দেখিস যেন কোন অসুবিধা না হয়।

ওরা চলে যেতেই আমি দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা ছিল। এভাবে আমাদের তাড়াতে ব্যস্ত কেন ? আমরা কি এমন জানতে চেয়েছি।

দোকানী কিছুক্ষন চুপচাপ থেকে আমাদের বলল, এরা হল জমিদারের দুই ছেলে। এর চেয়ে বেশিকিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনারা খেয়ে আসতে আসতে এবার আপনাদের দেশের দিকে চলে যান। এই জায়গা ভাল নয়। কোন বাইরের লোক এখানে আসে না। পুলিশ পর্যন্ত ভয় পায়। খুব বাজে জায়গা এটা।

প্রফেসর (খেতে খেতে) ঃ আচ্ছা তুমি রাম স্বরুপ কে চেন? রাম স্বরুপ চৌবে।

দোকানী ঃ কার নাম বললেন, রাম স্বরুপ চৌবে। যার একটা কান কাটা। কান কাটা রাম স্বরুপ চৌবে।

প্রফেসরঃ হ্যাঁ। আমি তারই কথা বলছি। আপনি চেনেন?

দোকানী ঃ চিনি । ও তো অনেক দিন হল গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। তা প্রায় ৪৫ বছর তো হবেই। আপনি ওকে চেনেন কিভাবে ?

প্রফেসরঃ রাম স্বরুপ আমার কাছে গত ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছে। তার কাছ থেকেই তোমাদের গ্রাম ও আশ্চর্য গাছের কথা শুনে আমরা এসেছি। এখন দেখছি খালি হাতেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। রহস্যটা রহস্য থাকবে। তবে এটা আমাকে বল তুমি ওকে এত

ভালো ভাবে কি করে মনে রেখেছ ? ৪৫ - ৪৬ কারুর নাম শুনে মনে থাকার ত কথা নয়। তাহলে কি কোন ঘটনা ওকে স্মরনীয় করে রেখেছে।

দোকানী ঃ বাবু কাউকে বলবেন না যে আমি বলেছি, সবাই বলে ও একমাত্র লোক যে জানে দক্ষিন বাড়িতে কি আছে ? ও এক রকম এই ঘটনার পরে গ্রাম থেকে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। সবাই বলত ও মারা গিয়াছে কিন্তু আমি জানতাম ও মরে নি। ও আছে। নিশ্চই আছে।

প্রফেসর ঃ ঘটনাটা একটু ভালো করে বলনা।

দোকানী ঃ বলব যে বাবু, বড্ড ভয় হয়। দেখলেন না জমিদার বাড়ির লোকেরা চায় না এসব নিয়ে কথা হোক। যারা এই বিষয় কৌতুহল দেখায় তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। কোথায় তারা যেন হারিয়ে যায়। আমরা জানি কি হয় কিন্তু কাউকে কিছু বলা যায় না। আপনাকে এত ঘটনা বলার একটাই কারন আমি হলাম রাম স্বরুপের বাল্যকালের বন্ধু। আজ আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর বেশিদিন হয়ত বাঁচবও না, তবে আমিও জানতে চাই ওখানে এমন কি আছে আর কেনই বা জমিদারের লোকেরা এত আগলে জায়গাটাকে পাহারা দেয়। তবে কি বাবু দেওয়ালেরও কান থাকে। এখানে এই ভাবে কথা বলাটা হয়ত ঠিক হচ্ছে না। আপনারে গাড়ি নিয়ে গ্রামের বাইরে বুড়োবট গাছের তলায় দাড়াবেন আর আমি সন্ধ্যা বেলায় আপনাদের সাথে দেখা করব। তখন অনেক কথা হবে। এখন আর কোন কথা নয়।

আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম গ্রাম থেকে। পরিস্কার দেখতে পেলাম আমাদের উপরে একদল ব্যাক্তি দূর থেকে লক্ষ্য রেখে চলেছে। তারাও আশস্ত হল যে আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

।। ৪ ।।

বুড়োবটতলা হল গ্রাম থেকে অনেক দূরে নদীর পাশে একটা বট গাছ এবং এটা যে অনেক পুরানো তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্ধ্যা হতে চলেছে, সমস্ত পাখীরা নিজেদের বাসার দিকে চলে যাচ্ছে। খুব ভালো লাগছে দৃশ্যগুলি, শুধু একটাই অসুবিধা এখানে। প্রচুর পরিমানে মশার উপদ্রব। প্রফেসরকে দেখলাম অনেক মনযোগ দিয়ে কি যেন ভাবছে। আমি অস্থির হয়ে বললাম, কি মশারে বাবা !

প্রফেসর ঃ কিছুত একটা আছেই। আমাকে যেভাবে হোক ওখানে যেতেই হবে। দরকার হলে রাতের অন্ধকারেই ওখানে যাব। কিন্তু যাব। তুমি কি রেডি ?

আমি ঃ বলেন কি। আমি বলছি মশার কথা আর আপেনি বলছেন রাত্রে ওখানে যাওয়ার কথা, যেখানে দিনের বেলাতেও লোক যায়না। আপনার মাথাত ঠিক আছে।

প্রফেসর ঃ এই জন্য আমি তোমাকে আনতে চাইছিলাম না। সাংবাদিকতা করবে আর ঝুঁকি নেবেনা এটা কখনও হয় । সত্য জানতে গেলে একটু ঝুঁকিত নিতেই হবে। আর তা যদি না পারো তাহলে বাড়ি ফেরত চলে যাও। আমার ড্রাইভার তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

আমি ঃ রাগে করছেন কেন। আমি রেডি কিন্তু এই মশাদের থেকে কি ভাবে বাঁচব বলুনত, আশ্চর্য আপনাকে এরা কামড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না । কি ব্যাপার বলুনতো।

প্রফেসর ঃ ওহ, তাই ত। দেখেছো একদম খেয়ালই করিনি। এই নাও এই পাতাটা গায়ে একটু বুলিয়ে জমার একটা পকেটে রেখে দাও। এর ম্যাজিক ৩ - ৪ মিনিটের মধ্যে টের পাবে। একটা হাল্কা গন্ধ থাকে কিন্তু মশা তোমাকে ছুঁতেও পারবে না। এই গাছ দক্ষিন আফ্রিকার জঙ্গলীরা ব্যবহার করে। খালি গায়ে থাকলেও ওদের কোন পোকামাকড় বা মশা স্পর্শ করতে পারে না। আর আমার কাছে অনেক আছে এই ব্যাগটাতে, যখনই তোমার লাগবে নিতে পারো, তবে মনে রাখবে সরাসরি এটা যেন তোমার রক্তে না মেশে। মিশলে এমনি কোন ক্ষতি নেই তবে তুমি ৭-৮ দিনের জন্য ঘুমন্ত অবস্থাতেই থাকবে। গাছটির নাম হিপনাগেগিয়া প্লান্টিকা। মনে রেখো।

আমি ঃ ওই তো সেই দোকানি এসে গেছে। আর চিন্তা নেই। এবার আমরা সঠিক সন্ধানটা পেয়ে যাব।

দোকানিঃ আমার হাতে বেশি সময় নেই। জমিদারের লোকেরা আমাকে দেখে বোধহয় সন্দেহ করেছে। তারা আমার উপরে লক্ষ্য রেখেছে। আমি অনেক কষ্টে তাদের চোখ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি। বাবুরা আপেনারা সকাল হতেই দক্ষিন বাড়ির দিকে চলে যাবেন। গ্রামে ঢোকার রাস্তা যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে বাম দিকে একটা সরু রাস্তা চলে গিয়েছে। একটু এগোলে দেখতে পাবেন একটা পুকুর রয়েছে। পুকুরটিকে অতিক্রম করলেই একটা জঙ্গল পড়বে। জঙ্গলে ঢোকার কোন রাস্তা নেই। ওখান থেকে আপেনাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। এর পরের রাস্তা আমিও জানি না। রাম স্বরুপ আপেনাদের ঠিক কি বলেছিল জানিনা, তবে নিশ্চই ওখানে কোন দৈত্য আছে। আর সেই দৈত্যর মন্ত্র রয়েছে বুড়ো জমিদারের কাছে। ওই বদমায়েস বুড়ো জমিদার চায় তাহলে আপেনাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারবে এবং ফিরিয়ে আনতে পারবে। কিন্তু ওখান থেকে কেউ ফেরত আসে না।

প্রফেসর ঃ ওখানে কোন দৈত্য নেই। আমার যতদূর মনে হয়ে ওখানে এক বিশেষ ধরনের গাছ রয়েছে যা সরাসরি রক্ত খেতে ভালোবাসে। যতক্ষন না নিজের হাতে পরীক্ষা করছি ততক্ষন বিশ্বাস করতে পারব না।

আমিঃ জমিদারের সঙ্গে গাছটার রহস্য ঠিক বুঝতে পারছি না। আবার মন্ত্র ব্যাপারটা ও গোলমেলে। গাছ মন্ত্রের দ্বারা কখনও বস হতে পারে। এটাত সম্ভব নয়।

প্রফেসর ঃ আমরা যদি সরাসরি জমিদারের সাথে কথা বলতে পারতাম তাহলে বেশ ভালই হত। খুব কম সময়ের মধ্যে রহস্যটা বেরিয়ে আসত।

যদি একটি বার ওনাকে বোঝাতে পারতাম আমাদের আসল উদ্দ্যেশ্যটা তাহলে বেশ ভাল হত।

আমি আপনাদের ইচ্ছা পূরন করে দিচ্ছি..... । বেশ ভারী গলায় ঝোপের পাশ থেকে একজন বলে উঠল। বেশ কয়েকজন পালোয়ান গোছের লোক এরই মধ্যে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। সুযোগ বুঝে দোকানিও ছুটে পালিয়েছে। কিন্তু আমরা বোকার মতন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আর লোকটা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, চল এবার তোরা জমিদারের সাহেবর কাছে। উনি তোদের বিচার করবে। আমি জানতাম তোরা এত সহজে এখান থেকে যাবি না। তাই ওই দোকানি বেটার উপরে নজর রেখেছিলাম। ওকে পরে বুঝে নেব। এখন তোরা চল আমাদের সাথে। তোদের মৃত্যুই তোদের এখানে নিয়ে এসেছে।

প্রফেসর আমার দিকে ইশারা করে বলল, ভয়ের কিছু নেই। চলো যাওয়া যাক।

আমরা বাধ্য ছেলের মতন জমিদারের গাড়িতে উঠে পড়লাম আর ড্রাইভারকে বলা হল গাড়ি নিয়ে সে যেন ফিরে যায়।

।। ৫ ।।

আমরা জমিদার বাড়িতে যখন প্রবেশ করলাম তখন বাজে প্রায় রাত ৮ টা। কিন্তু মনে হচ্ছে যে জগৎ থেকে দূরে কোথাও মাঝে রাত্রে কোন পুরানো বাড়িতে আছি। দেখেই বোঝা যায় এরা এখানে অনেক আগে থেকেই আছে। এদের প্রচুর টাকা পয়সা তো আছেই আর আছে নিঃসঙ্গতা। কাউকে তেমন বিশেষ দেখা যায় না। বাড়িটি সুন্দর করে গুছানো থাকলেও লোকজনের প্রচুর অভাব রয়েছে। আমার বেশ রোমাঞ্চোকর লাগলেও প্রফেসর ছিলেন নির্বিকার। আমাদের একটা সোফাতে বসিয়ে সেই লোকগুলি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আমরা বেশ কিছুক্ষন অপেক্ষা করলাম তার পরেই দেখলাম বেশ একজন বৃদ্ধলোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। আমরা ওনাকে দেখে উঠে দাড়ালাম। উনি আমাদেরকে দেখে বসতে বললেন, আর বললেন, প্রফেসর নির্বেদ রায়, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। আমি জানতাম আপনি একদিন এখানে আসবেন। কিন্তু আমি কোন দিনও চাইনি আপনি এখানে আসুন। কিন্তু আপনার ভাগ্য সেই আপনাকে আমার সামনে নিয়ে এসেছে।

প্রফেসর ঃ আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি।

বৃদ্ধ জমিদার ঃ সাধারনত আমি প্রশ্নকরা ভালবাসি না, তবে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। কারন আপনার নিয়তী আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আজকের রাতটুকুই আপনার জীবনের বাকি। তাই করুন প্রশ্ন ,, আমার এতে কোন আপত্তি নেই। ভালই হল অনেক দিন পরে কারুর সাথে অনেক কথা বলা যাবে।

প্রফেসর ঃ আচ্ছা আপনার বয়স কত বলতে পারেন?

বৃদ্ধ জমিদার ঃ তা ৭৫ - ৭৬ হবে হয়ত। তারও বেশি হতে পারে। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি অন্য কিছু বিষয়ে জানতে চাইবেন।

প্রফেসর ঃ জানতে ত চাই তাও একবার যাচেই করে নিলাম আপনার নাম রতিকান্ত রায়চৌধুরী কি না। আমি যতদূর জানি আপনি সেই বিখ্যাত সেতার শিল্পী যিনি ১৯৫৬ সালে লন্ডনে টানা সাড়ে ৭ ঘন্টা সেতার বাজিয়ে লোককে মুগ্ধ করেছিলেন। তা একজন শিল্পীর হৃদয় এত পাষানের মতন কিভাবে হল বুঝতে পারছি না।

বৃদ্ধ জমিদার ঃ আপনি যার কথা বলছেন তার অনেকদিন আগে ১৯৬১ সালে মৃত্যু ঘটেছে। আজে যাকে দেখছেন এ হল সেই রতিকান্ত রায়চৌধুরী যে নিজের পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করতে সবরকম পদক্ষেপ করতে পিছু পা হয় না।

প্রফেসর ঃ জানতে পারি কি সেই গোপনীয় তথ্যটি কি।

বৃদ্ধ জমিদার ঃ অন্য কেউ হলে, না বলতাম, কিন্তু যেহেতু আপনাকে কথা দিয়েছি তাই অস্বীকার করব না। আমাদের এই তথ্য জানতে হলে আপনাকে আমাদের ইতিহাস জানতে হবে। আমরা এখানে কয়েক শতক ধরে বসবাস করছি। আমরা ছিলাম প্রতাপড় এস্টেটের অধিনে সামান্য একজন জমিদার। আমাদের পূর্বপুরুষ এই স্থানে একটি বিশেষ কাজে নিয়োজিত ছিল। রাজা জয়কৃষ্ণ নারায়নের ছিল অদ্ভুত সখ। উনি আফ্রিকা থেকে বিশেষ এক মাংশাসী উদ্ভিত নিয়ে এসেছিলেন, এটা ততটা ভয়ানক ছিল না কারন এটা তখন শুধু মাত্র পোকা মাকড় খাওয়ার মতনই বড় ছিল। বিপদ হল রাজার এক বৈজ্ঞানীক কে নিয়ে। সে নানান ধরনের ঔষধ দিয়ে এমন এক উদ্ভিদ তৈরী করলো, যেটা বড় জন্তু জানোয়ারেদের কেও ছেড়ে কথা বলে না। একে রাখার জন্য এইগ্রামে দক্ষিনবাড়ি বলে একটা জায়গা বানালেন । এটা চারিদিকে ঘেরা একটা স্টেডিয়ামের মতন একটা জায়গা যার মাঝখানটা পুকুরের মতন হলেও কাদাযুক্ত মাটির মতন ছিল। কোন রকমভাবে যাতে এর সিকড় ছড়িয়ে না পড়ে তার পুরব্যবস্থা করা হয়েছিল। মূল গাছ বর্তমানে না থাকলেও এখনও সেই গাছের প্রজন্ম বেঁচে আছে।

প্রফেসর ঃ তাহলে এর বীজ হয়না গাছের কান্ড বা শিকড় থেকে এর নতুন প্রজন্ম প্রতি বছরেই তৈরী হয়, তাই ত।

বৃদ্ধ জমিদার ঃ ঠিকই বলেছেন, তবে এই গাছগুলি খুব তড়াতাড়ি বাড়ে আর বাড়ে এদের হিংস্রতা। সামনে যা পায় তাই এরা শেষ করে দেয়।

প্রফেসর ঃ এত হিংস্র গাছকে আপনারা কন্ট্রোল করেন কিভাবে ?

বৃদ্ধ জমিদার ঃ আপনার দেখছি প্রচুর কৌতুহল। বলব বলব আপনাকে আজ এগুলি বলতে বাধা নেই। কাল আপনাদের সাথে ওই গাছের সাক্ষাত হবে। আপনারা হবেন কাল ওই গাছের খাদ্য। তাই মরার আগে

আপনার এগুলিকে জানাতে আমার কোন আক্ষেপ নেই। এই রহস্যগুলি জানতে হলে আপনাকে আরো একটা তথ্য জানতে হবে। আমার বাবা যারা যাওয়ার সময়ে আমাকে একটা বাক্স দিয়ে যান যার মধ্যে ছিল একটা নক্সা আর একটা লাল কাপড়ে মোড়া একটা শিকড়। উনি বলেছিলেন যদি কখনও তেমন কোন প্রয়োজন হয় তাহলে এটা দিয়ে কিছু একটা করা যাবে। তবে কি করা যাবে সেটা উনিও জানতেন না, আমিও জানিনা, কোন দিন জানার প্রয়োজনও হয়নি।

এসব শুনে আমারত প্রান উষ্টাগত। আমি প্রফেসরকে কিন্তু দেখলাম তার চোখে মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এতটা নির্ভাবনাময় কেউ কিভাবে থাকতে পারে। আর এই রকম একটা অবস্থা যেখানে মৃত্যু সামনে।

প্রফেসর ঃ আচ্ছা আপনি আমাকে সেই বাক্সটা দেখাতে পারেন ?

বৃদ্ধ জমিদার ঃ না আমি আপনাকে সেটা দেখাতে পারব না। আপনি এবার বাঁচার বন্দোবস্ত করতে চাইছেন। সেটা কখনই হতে আমি দেব না। আপনি আমাদের পরিবারের অনেক তথ্য জেনে ফেলেছেন তাই আপনাকে আর আপনার সাথীকে মরতেই হবে। আপনাদের অনেক উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি। আর কোন উত্তর আমি দেব না। আপনারা আপনাদের ইশ্বরকে স্মরন করে নিন। কালই আপনাদের শেষ দিন।

প্রফেসর ঃ দেখুন জন্ম ও মৃত্যু ইশ্বরের হাতে । ওটা আপনি নির্ধারন করতে পারবেন না। তবে আমার আরো কিছু প্রশ্ন ছিল।

বৃদ্ধ জমিদার ঃ না, আর কোন উত্তর আমি দেব না। বিদায়।

বৃদ্ধ জমিদার চলে গেলেন। প্রায় অন্ধকারে আমি আর প্রফেসর দুজনে বসে থাকলাম। আমি বললাম, এভাবে প্রান হারাতে চলেছি। ভাবতেও পারিনি। আপনি এতটা নিশ্চিন্তে কিভাবে আছেন ?

প্রফেসর ঃ দেখ আমি আবারেও বলছি যদি আমাদের মৃত্যু থাকে তাহলে কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু যদি মৃত্যু না থাকে তাহলে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমার সাথে যতক্ষন আমার এই ব্যাগটি রয়েছে ততক্ষন তোমার কোন ভয় নেই। তুমি মশা তাড়ানোর জন্য যেটা ব্যবহার করেছিলে সেটা ভালোকরে মেখে নাও । এখানেও মশা আছে। আমাকে একটু একা ভাবতে দাও। আরো অনেক কিছু আমার জানার ছিল। যতক্ষন না ওই গাছের একটা টুকরো পরীক্ষা করতে পারছি ততক্ষন অনেক কিছুই জানতে পারছি না। আমাকে যেভাবে হোক গাছের কাছে যেতেই হবে। কালই তার সবচেয়ে ভালো সুযোগ। জমিদারই আমাকে সে সুযোগ করে দিচ্ছে।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম আসন্ন বিপদের জন্য। আমার কাছে এখনো পরিস্কার নয় যে লোকটি একবার বলছে ভয় নেই আবার গাছটির কাছেও যেতে চাইছে। এটা কি আদৌ সম্ভব। জানিনা কাল সকালে কপালে কি আছে। আমি জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মনে মনে গাছটার একটা নাম দিলাম - রক্তপাস।

।। ৬ ।।

সকাল সকাল আমাদের সেই জায়গাতে আনা হল যেখান থেকে আমাদের শেষ যাত্রা শুরু হবে। আমাদের সাথে একটা গরুও আছে। প্রথমে গরুটির পালা তারপর আমাদের পালা। আপাতত পাড় বাঁধানো পুকুরের মতন দেখতে জলের জলাধারটি শান্ত। আশে পাশের বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা এবং তার পরের অংশগুলি জঙ্গলে ভর্তি। সাধারনত এখানে কেউ আসে না। কিন্তু এলে সে আর ফেরত যায় না। আমার ভবিতব্য ভেবে কান্না পাচ্ছিল।

একটা মঞ্চের উপর থেকে দেখলাম বৃদ্ধ জমিদার তার দুই ছেলের সাথে নেমে এলেন। আমাদের দেখিয়ে বললেন, এবার শুরু হবে মারন খেলা। প্রথমে গরুটিকে এগিয়ে দেওয়া হবে। তার পরে আপনাদের পালা।

প্রফেসর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু জমিদার তার কথা থামিয়ে ইশারা করলেন আর গরুটিকে জলাধারের কাছে এনে ছেড়ে দেওয়া হল। খানিক্ষনের মধ্য শুরু হল জলের মধ্যে ঘুর্নির মতন কিছু একটা। একটা নয় বেশ কয়েকটা জায়গায়। আস্তে আস্তে জল বেশ জোরে ঘুরতে শুরু করল। বেশ কয়েকটা লতানো গাছের পাতাহীন কান্ড উঠতে শুরু করল। তারপরে একে একে গরুটিকে সেগুলি চেপে ধরল। গরুটি তারস্বরে চিৎকার করছিল। দেখতে দেখতে অতবড় পশুটিকে বেশ কয়েক হাজার লতা জড়িয়ে ধরে জল কাদার মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। কি ভয়ানক সে দৃশ্য। এবার পুরো পশুটাকেই হয়েত আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলবে গাছটি।

এবার জমিদার ইশারা করল আমাদের দিকে। আমাদের দুজনকে একসাথে এবার এনে ছেড়ে দেওয়া হল প্রায় ঠিক একই জায়গাতে। আমি এতক্ষন লক্ষ্য না করলেও দেখলাম প্রফেসরের সাথে তার ব্যাগটি নেই। শয়তানগুলো নিশ্চই সেটা কেড়ে নিয়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম আর কোন বাঁচার আশা নেই। প্রিয়জনদের কথা খুব মনে পড়ছিল। এভাবে সব শেষ হয়ে যাবে এটা মানতে পারছিলাম না। ছুটে পালাবার চেষ্টা করতেই চারিদিক থেকে সেই কয়েক হাজার লতা ঘিরে ধরল।

আমি আমার শেষ দেখতে পারছিলাম। ভয়ে প্রায় চোখ বুজে ফেল্লাম। কিন্তু আশ্চর্য আমার গায়ের একেবারে কাছে এসেও লতাগুলি আমাকে স্পর্শ করছে না। চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেষ্টাও করছে কিন্তু কোন এক মন্ত্র বলে যেন ওরা আমাকে ধরতে পারছে না। আশ্চর্যের ঘোর কাটতেই আমি প্রফেসর এর দিকে তাকালাম। প্রফেসরকে লতা গুলি ঢেকে ফেলেছে, কিন্তু জলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। এটা কি হচ্ছে ?

তারপর অবাক করে গাছটি আমাদের ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে জলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

(সমাপ্ত)

আমি অবাক হয়ে প্রফেসরের দিকে ছুটে গেলাম। এটা কিভাবে সম্ভব হল। এতক্ষনে জমিদারও ছুটে এসে প্রফেসরকে জড়িয়ে ধরলেন। আরে বললেন, আমি জানতাম আপনিই পারবেন। আপনিই পারতেন এই অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি দিতে। অপরাধ নেবেন না। আমাকে একটা পরীক্ষা করতে হতই। এবার আমাদের বলুন এই অসাধ্য সাধন আপনি কি করে করলেন ?

প্রফেসর ঃ তার আগে বলুন এটাকে কন্ট্রোল করার কোন জিনিসিই আপনার কাছে ছিল না। তাই তো ?

বৃদ্ধ জমিদার ঃ আমাদের বংশের পূর্বপুরুষদের হাত থেকে সেই জিনিস অনেক আগে হারিয়ে যায়। কিন্তু রাজাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বলুন আর গাছে দের প্রতি ভালবাসাই বলুন, এই ধরনের বিরল গাছকে আমি কখনই মেরে ফেলতে পারিনি। আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ কেউই চায়নি এই গাছটি জগৎ এর কাছে প্রকাশ্যে চলে আসুক। তাহলে গাছটিকে এখানে বাঁচিয়ে রাখা যেত না। গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের অনেক পাপ করতে হয়েছে। পশু পাখী ত বটেই অনেক মানুষকেও আমাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছে গাছটির জন্য। কিন্তু আমি জানতাম কাউকে একদিন নিশ্চই পাব যে আমাকে সেই ব্যবস্থা করে দেবে যাতে আমি অথবা আমার উত্তরসুরিরাও যাতে একে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। এর জন্য অনেক প্রান গিয়েছে। প্লিজ প্রফেসর বলুন কি ভাবে হল এই দুঃসাধ্য সাধন।

প্রফেসর ঃ আমি জানতাম এই ধরনের গাছেকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রন করা যায়। কারন দক্ষিন আফ্রিকা অভিযানে ওখানকার আদিবাসী দের কাছ থেকে অনেক গাছ সম্পর্কে জ্ঞান আমি পেয়েছিলাম। তবে আমার একটু সন্দেহ ছিল যে যেহেতু এই গাছ একটি পরীক্ষার পরিনাম তাই প্রকৃতির উপাদান কাজ করবে কি না। দেখলাম বেশ কাজ করল। আপনারা নিশ্চিন্তে জলের কাছে যেতে পারবেন। গাছটি এখন ৩ - ৪ দিন এখন ঘুমাবে। আমি গাছটির একটা কান্ড ভেঙে তাতে এই হিপনোগগিয়া প্লানটিকার অংশ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। এই গাছের প্রভাবে গাছটি এখন ঘুমাচ্ছে। আর এই কান্ডটি আমি নিয়ে গেলাম পরীক্ষা করার জন্য। পরে একটা রিপোর্টের কপি আপেনাকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব। আর এর কিছুহিপনোগগিয়া প্লানটিকার বীজ আপেনাদের দিয়ে গেলাম যা আপনারা জলাধার লাগোয়া জমিতে ছড়িয়ে দেবেন তাহলে কোন মানুষ বা জন্তুর প্রান সংশয় আর হবে না। চিড়িয়াখানার হিংশ্র প্রানীদের যেমন রক্ষনাবেক্ষন করা যায় ঠিক তেমনি এই গাছও এখানে আপনাদের সহযোগিতায় বেঁচে থাকবে কোন প্রান নাশ না করে।

আমি এবার বুঝতে পারলাম কেন প্রফেসর আমাকে গাছটার নাম মনে রাখতে বলেছিলেন। সত্যিই রক্তপাসকে আটকাতে প্রয়োজন হিপনোগগিয়া প্লানটিকার।- সার্থক এর নাম।